প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে জাপান পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ১৯১৫ সালে চীনের কাছে ২১ দফা দাবী উপস্থাপিত করে সে বেশ কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর প্রাচ্যে জার্মানীর উপনিবেশগুলি জাপান করায়ত্ত করে। প্রকৃতপক্ষে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ও লালফৌজের আবির্ভাবের আগে জাপানের এই গতিকে প্রতিহত করার মত কোন শক্তি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যে ছিল না। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে জাপান অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল ১৮৮৯ সালের সাংবিধানিক কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত। সেই সঙ্গে ছিল সংবিধান-বহির্ভূত কিছু শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান—জেন্‌রো বা বয়োবৃদ্ধদের প্রতিষ্ঠান, সর্ব্বোচ্চ যুদ্ধ পরিষদ এবং জাইবাৎসু বা বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী জাপানে বৃহৎ ও ভারী শিল্প প্রসারে অগ্রসর হয় এবং জাপানের অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, রেল, জাহাজ, ব্যাংক, খনি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকার ফলে এই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পায়। জাপানের সামরিক বাহিনীর আগ্রাসী পররাজ্যগ্রাসী নীতির কট্টর সমর্থক ছিল এই জাইবাৎসু গোষ্ঠী। জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিকাশে এদের উৎসাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

জাইবাৎসু ব্যবস্থা (Zaibatsu System) ঃ

'জাইবাৎসু' শব্দটির অর্থ 'ধনকুবের গোষ্ঠী' ("financial clique")। জাপানের বৃহৎ বুর্জোয়া ও ব্যবসায়ীরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেইজি পুনঃস্থাপনের পরে নতুন সরকার শিল্পের বিকাশের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা নেয় এবং প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। পরবর্তীকালে সামরিক শিল্প ছাড়া অন্য প্রায় সব শিল্পকেই খুব কম অর্থের বিনিময়ে বেসরকারী কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এইসব অল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী বেসরকারী কোম্পানী জাইবাৎসু নামে পরিচিত হয়। যেহেতু সরকারী আনুকুল্য ছাড়া তাদের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব ছিল না, তাই সরকারের সঙ্গে তারা দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে জাইবাৎসু রাজনীতির জগতে প্রবেশ করিতে চাইত না, ডায়েট (diet)-এ সরকারের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখত না। অন্যদিকে এই গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে—যেমন মিৎসুই ও মিৎসুবিসির মধ্যে—ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে

তাদের প্রত্যেকের কোন না কোন শাসকগোষ্ঠীভুক্ত সদস্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকত। যেমন মিৎসুই-এর সঙ্গে ছিল ইতো ও ইনুয়ে কাওরু (Inouye Kaoru) -র সম্পর্ক আর মিৎসুবিশির সঙ্গে ছিল মাৎসুকাতার সম্পর্ক। এর অর্থ হল প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অবশ্যই জাইবাৎসু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই ১৮৮৯ এর সংবিধান অনুযায়ী ডায়েট গড়ে ওঠার পর থেকে আইন প্রণয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাইবাৎসু হস্তক্ষেপ করতে থাকে, যার ফলে ক্রমশই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের শিল্পক্ষেত্রে আসে বিরাট জোয়ার। ফলে এইসব শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধোত্তর জাপানের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে তারা দেশের অর্থনীতির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে থাকে। এই সময় জাপানের বহুসংখ্যক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে বৃহদায়তন শিল্পায়নের আর্থিক দায়িত্ব এই ধরণের বৃহৎ শিল্পসংস্থার হস্তগত হয়। আগে যেমন এই সব সংস্থাগুলি/ বেসরকারী কোম্পানীগুলি সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল, এখন আর তারা পুঁজির জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল রইল না। এখন তারা সরকারী নীতির অন্যতম উপাদান হওয়ার সাথে সাথে সরকারী আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক দলগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করার সুবাদে সেইসব সরকারী নীতি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।

কোন্ কোন্ বেসরকারী শিল্পসংস্থাকে নিয়ে জাইবাৎসু গড়ে উঠেছিল সে ব্যাপারে গবেষকরা একমত হতে পারেন নি। তবে তাদের মধ্যে অন্ততঃ যে চারটি সংস্থা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই সেগুলি হল মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিতোমো ও ইয়াসুদা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও কয়েকটি বৃহদাকার শিল্পসংস্থা, যেমন ফু রুকাওয়া, কুহারা, কাওয়াসাকি, আইকাওয়ার নিসান এবং ১৯৩০-এর দশকে অস্ত্রনির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত "নতুন জাইবাৎসু" যারা চীনের মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল শোষণের কাজে জাপ সামরিক বাহিনীকে রসদ যুগিয়েছিল।

জাইবাৎসু সংস্থার সঙ্গে পশ্চিমী বৃহৎ সংস্থার মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, জাইবাৎসুর কর্মক্ষেত্র ছিল বিভিন্ন দিকে ছড়ান। এটা ছিল বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থার মধ্যেকার জোট। যেমন, কোন একটি মিৎসুবিশি খনি কোম্পানির কাজ খনিজ পদার্থ তোলা। সেই খনিজ পদার্থ থেকে একটি মিৎসুবিশি শিল্পসংস্থা পণ্য উৎপাদন করে, আবার সেই পণ্যসামগ্রী বিদেশে বিক্রির দায়িত্ব আর একটি মিৎসুবিশি বণিক সংস্থার, আবার সেগুলিকে জাহাজে পাঠানোর দায়িত্ব অপর এক মিৎসুবিশি সংস্থার, আর সবশেষে এইসব কাজের যাবতীয় খরচপত্র বহন করে একটি মিৎসু বিশি ব্যাংক। বস্তুতঃ, ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে মিৎসুই ও মিৎসুবিশি সংস্থাদুটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।